ইত্তেফাক

011

তারিখ 17 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

এস এস সি পরীক্ষাঃ বিভিন্ন কেন্দ্রে সংঘর্ষ ॥ গ্রেফতার ॥ বহিষ্কার

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর), ১৫ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)—ফরিদগঞ্জ উপজেলার এ আর হাইস্কুল পরীক্ষাকেন্দ্রে এবং আলীয়া মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে গত ১১ই মার্চের এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে বহিরাগত ছাত্র, জনতা এবং পুলিশের মধ্যে দুই দফা সংঘর্ষ ঘটে। এই স্থানের এই ২টি কেন্দ্রের পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশকে লাঠিচার্জ ছাড়াও মোট ১০ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করিতে হয়। প্রতিপক্ষ দলও পুলিশের প্রতি পাল্টা হামলা চালায়। এই সংঘর্ষে একজন বহিরাগত ছাত্র গুলীবিদ্ধ হওয়া ছাড়াও থানার ও সি, একজন এ এস আই ও ৮ জন কনষ্টেবলসহ প্রায় ৪০ ব্যক্তি আহত হয়। গুলীবিদ্ধ ছাত্রকে চাঁদপুর হাসপাতালে এবং এ এস আই ও ২ জন কনষ্টেবলকে ফরিদগঞ্জ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ইহাছাড়া একই দিন রায়পুরস্থ এল এম হাইস্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রের বহিরাগত নকল সরবরাহকারী দল এবং পুলিশের মধ্যে দুই দফা সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষে থানার ওসি, সাব ইন্সপেক্টর ও ১০ জন কনষ্টেবল ছাড়াও বাহিরের কয়েক ব্যক্তি আহত হয়।

রামগঞ্জের (লক্ষ্মীপুর)—সংবাদদাতা জানান, রামগঞ্জ হাইস্কুল এস এসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে গত ৯ই মার্চ ও ১১ই মার্চ নকল সরবরাহকারীদল এবং ১৪৪ ধারা লংঘনকারী লোকদের মধ্যে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে। দুই দিনের এই ঘটনায় মোট ১৮ ব্যক্তি গ্রেফতার হইয়াছে। অপর দিকে ১ জন পুলিশসহ ৭ ব্যক্তি আহত হইয়াছে। ৯ই মার্চ ৪জন কলেজ ছাত্রকে গ্রেফতারের প্রেক্ষিতে ১০ই মার্চ স্থানীয় কলেজ ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বাহির করে। অপর এক খবরে জানা যায়, ইংরাজী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ঐ পরীক্ষার দিন চাটখিল হাইস্কুল কেন্দ্র হইতে ৫ জন পরক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

রাঙ্গুনিয়ার (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, গত ৬ই মার্চ রাঙ্গুনিয়ার শিলক পরীক্ষা কেন্দ্রে বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা চলাকালে একদল ধর্মঘটী শিক্ষক ও বহিরাগত ছাত্র হামলা চালা-

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

এসএসসি পরীক্ষা

(৩য় পৃঃ পর)

ইয়া পরীক্ষার্থীদের খাতা ছিনাইয়া অগ্নিসংযোগে পোড়াইয়া দেয়। তাহাদের হামলায় কমপক্ষে ১০ জন পরীক্ষার্থী আহত হয়। ঐ অবস্থায় পরীক্ষার্থীরা হল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এহেন পরিস্থিতিতে শিলক কেন্দ্রে ঐ দিন বৈকালের পরীক্ষাও গৃহীত হয় নাই। তবে ঐ কেন্দ্রের কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থী রাঙ্গুনিয়া আসিয়া নির্বাহী অফিসারের অনুমতিক্রমে বৈকালের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। বাকীপরীক্ষার্থীদেরকে পরবর্তীতে পরীক্ষা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়।

এদিকে ৬ই মার্চের পূর্বের রাত্রে ধর্মঘটী শিক্ষকরা রাঙ্গুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রের আসবাবপত্র সরাইয়া নিলে কর্তৃপক্ষ একটি বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেন। কিন্তু এই হল স্থানান্তরিত হলেও হামলা চালান হয় এবং হামলাকারীরা হলের ১টি কক্ষে অগ্নি সংযোগ করে। পুলিশ হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কয়েক রাউণ্ড ফাঁকা গুলী বর্ষণ এবং ১২ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ একটি হাতবোমাও উদ্ধার করিয়াছে। অবশ্য বৈকালে ঐ কেন্দ্রে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

মাগুরা সংবাদদাতা জানান, গত ১৩ই মার্চ মাগুরা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশ ও পরীক্ষার্থীসহ ছাত্রদের মধ্যে এক আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের সূত্রপাত হয়। ফলে ছাত্ররা এক বিরাট মিছিল বাহির করিয়া মাগুরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিক্ষোভে প্রদর্শন এবং পুলিসের অত্যাচারের প্রতিকার দাবী করে। বিবরণে প্রকাশ, গত ১৩ই মার্চ সকালের পরীক্ষা চলাকালে মাগুরা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের জনৈক পরীক্ষার্থীর সহিত দুর্ব্যবহার প্রহার করায় ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হইয়া পুলিসের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে, এক পর্যায়ে চরম অবস্থার সৃষ্টি হইয়া উভয় দলে আক্রমণ ও প্রতি, আক্রমণ চলে। ফলে, দুই জন ছাত্র আহত হইয়া মাগুরা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করে। একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপে পরিবেশ আয়ত্তে আসিলেও ছাত্ররা এক দীর্ঘ বিক্ষোভ মিছিল বাহির এবং পুলিসের জুলুমের প্রতিকার দাবী করে।

নকলের সাথে প্রেমপত্র

শেরপুর টাউন হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, চলতি এস,এস,সি পরীক্ষায় নকল সরবরাহকারী এক শ্রেণীর যুবক ব্যাপক হারে নকলের সঙ্গে প্রেমপত্রও সরবরাহ করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস্থ সূত্রে জানা গিয়াছে। শেরপুর সদর উপজেলার তিনটি কেন্দ্রে এই ধরনের বেশ কয়েকটি প্রেমপত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ইংরেজী পরীক্ষার দিন পাওয়া একটি প্রেমপত্রে লেখা হইয়াছে পত্রের উত্তর না পাইলে অংক পরীক্ষার দিন কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না। ইহাছাড়াও এইবার বেশ কিছু সংখ্যক নকল সরবরাহকারিনীদের নকল সরবরাহ করিতে তৎপর দেখা যায়।

অপরদিকে ঝিনাইগাতি উপজেলার জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরীক্ষা হলের জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া যখন পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন তখন বাহির হইতে এক-জন নকল সরবরাহকারী তাহার হাতে একটি নকল গুঁজিয়া দিয়া নিরাপদে সরিয়া পড়ে।